বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ২০১১

বাংলাদেশের নগরের ভবিষ্যৎ: সকলের জন্য বাসযোগ্য নগর ও শহর গড়ে তোলা

৫-৭ ডিসেম্বও, ২০১১, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা

BUF
BANGLADESH URBAN FORUM

BANGLADESH URBAN FORUM

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ২০১১

বাংলাদেশের নগরের ভবিষ্যৎ: সকলের জন্য বাসযোগ্য নগর ও শহর গড়ে তোলা

৫-৭ ডিসেম্বও, ২০১১, বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টার, ঢাকা

যোগাযোগ করুন:
অধ্যাপক নজরুল ইসলাম
professornazrulislam@gmail.com

সমসাময়িক বাংলাদেশে ঘটা যেকোন গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন সংশিষ্ট অনুষ্ঠানের মধ্যে ডিসেম্বর ২০১১-এ অনুষ্ঠিতব্য " বাংলাদেশ আরবান ফোরাম" হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আয়োজন, যা বাংলাদেশের নগরের ভবিষ্যৎ এর সাথেও খুব গুরুত্বপূর্ণভাবে সম্পৃক্ত। বাংলাদেশের দ্রুত নগরায়নের হার এর প্রেক্ষাপটে, স্টেকহোল্ডারগণ একটি জাতীয় পর্যায়ের ফোরাম আয়োজনের প্রয়োজন মনে করেন যা নগরায়নের সাথে সম্পৃক্ত এবং এর ফলে সৃষ্ট সমস্যাসমূহের সমাধানে কাজ করবে।

পটভূমি

দ্রুত নগরায়ন ঘটছে বাংলাদেশে। বছরে প্রায় ৪ শতাংশ হারে নগর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা গ্রামীণ এলাকার চেয়ে ২.৫ গুণ বেশি। নগর জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দেশের অল্প কয়েকটি বড় শহরে বাস করে। ঢাকার জনসংখ্যা ১৩ মিলিয়ন যা বাংলাদেশের নগর জনসংখ্যার প্রায় ৪০ ভাগ (ইউএন-হ্যাবিটেট, স্টেট অব দ্য ওয়ার্ল্ডস সিটিস ২০০৮-২০০৯)। অনুমান করা হয় ২০৩০ সালে প্রায় ৮০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাদেশের শহর এবং নগরে বাস করবে।

শহরে জনসংখ্যা বিস্ফোরণের পরিণতি কী হতে পারে সে বিষয়টি শহর এলাকায় বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠী টের পেলেও এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী। তারাই স্বাস্থ্যগত ঝুঁকিতে রয়েছে এবং সরকারি সেবা লাভের সুযোগও তাদের কম। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর মতে, নগর জনসংখ্যার প্রায় ২১ শতাংশ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করে, যাদের এক-তৃতীয়াংশ আবার অতি দরিদ্র।

জাতিয় পর্যায়ের বিভিন্ন জরিপ ও মূল্যায়ন প্রতিবেদনে নগর দারিদ্র বিষয়টিকে বাংলাদেশের উন্নয়নের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সরকার এবং জাতিসংঘ বাংলাদেশ অফিস কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত এমডিজি অগ্রগতি প্রতিবেদনে নগর দারিদ্র দূরীকরণে নগর বিষয়ক নীতিমালা যে কেন্দ্রীয় বিষয় তা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। তবে যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ তা হলো, স্টেকহোল্ডাররা সবাই একমত যে, নগরায়নের ফলে উদ্ভুত চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলঅ করা সম্ভব এবং এসব চ্যালেঞ্জ যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সফলতার সাথে মোকাবেলা করা গেলে কেবল নগর দরিদ্র জনগণই নয় সমগ্র দেশের জনগণই উপকৃত হবে। কার্যকর ও ইতিবাচক নগরায়নের জন্য নগরায়ন বিষয়ে ভুল ধারণা নিরসনের পাশাপাশি নতুন-নতুন অংশীদারিত্ব, নীতিমালা, পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে ব্যাপক বিস্তারিত ধারণা থাকা দরকার।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম

নগরের সমস্যা তুলে ধওে তা সমাধানের জন্য সংলাপ ও কর্মোদ্যোগের এব ব্যাপকভিত্তিক স্টেকহোল্ডার প্যাটফরম হলো, বাংলাদেশ আরবান ফোরাম। এই ফোরাম একদিকে যেমন একটি প্রক্রিয়া অন্যদিকে তেমনি প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দেয়ার উদ্যোগ। এই উদ্যোগ দ্রুত নগরায়নের ফলে সৃষ্ট সমস্যা এবং সুযোগভিত্তিক যে সুদূরপ্রসারী ঐকমত্য তৈরি করেছে তার ওপর আলোচনা এবং কর্মসূচি দীর্ঘমেয়াদে অব্যাহত রাখার নিশ্চয়তা দেবে। অন্য অনেক দেশের নগর ফোরামের মতো এ ফোরামও নগরখাতের স্টেকহোল্ডারদের জন্য নগর বিষয়ক ধারণা ও উত্তম প্র্যাকটিস বিষয়ে তথ্য, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আদান-প্রদানের জায়গা তৈরি কওে দেয়ার পাশাপাশি নগরায়ন ও নগর উন্নয়নের ওপর নীতি বিষয়ক আলোচনার সুযোগ দেবে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সর্বোচ্চ সংস্থা হচ্ছে জাতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী যার কো-চেয়ারম্যান হবেন মাননীয় স্থানীয় সরকার ও পলী উন্নয়ন মন্ত্রী এবং মাননীয় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী। ফোরামের পরিচালনা কাঠামো (প্রতিষ্ঠান হিসেবে) দাঁড় করানো, এর কার্যপরিধি ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ এবং প্রয়োজনে নীতি বিষয়ে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হবে জাতীয় উপদেষ্টমণ্ডলীর দায়িত্ব। এছাড়া নীতিমালা উন্নয়ন ও নগরখাতের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড বিষয়ে সরকরি এজেন্সি, স্থানীয় নগর কর্তৃপক্ষ এবং নগরখাত বিষয়ক বিষয়ক স্টেকহোল্ডারদের সাথে যোগাযোগ ও সমন্বয় নিশ্চিত করবে। কয়েক মাসের মধ্যে জাতীয় উপদেষ্টামণ্ডলী চূড়ান্ত করা হবে।

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম-এর আয়োজন আয়োজক কমিটির ব্যবস্থাপনায় হবে যার চেয়ারম্যান হলেন স্থানীয় সরকার বিভাগের মাননীয় সচিব এবং কো-চেয়ারম্যান হলেন গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মাননীয় সচিব এবং প্রায় ৩০ টিরও বেশি সংগঠনের প্রতিনিধি কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করছেন। আয়োজক কমিটিকে সহায়তা করবে আরো ৭টি সাব-কমিটি- অভ্যার্থনা ও লজিস্টিকস, প্রোগ্রাম, প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা, ভেন্যু ও ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, সাংস্কৃতিক, মিডিয়া ক্যাম্পেইন এবং গবেষণা ও প্রকাশনা।

মূল উদ্দেশ্য

✦ নগরখাতের স্টেকহোল্ডারদের মধ্যে অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান বিনিময়কে উৎসাহিত করা যাতে নগরখাতের ব্যবস্থাপনা (মূলত নগর দারিদ্র দূরীকরণ) ও এ ব্যবস্থাপনার অনুশীলন বিষয়ে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে অবদান রাখতে পারে;

✦ সরকার ও সরকারিখাত (নগর), দেশীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদার এবং নগর কমিউনিটিসমূহের জন্য নীতি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতার উন্নয়ন বিষয়ে সাধারণ একটি সমঝোতার ধারণা তৈরি করা;

✦ বাংলাদেশের নগরখাত ও নগরায়নের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং নগর উন্নয়নে উন্নত নীতিমালা, পরিকল্পনা ও কর্মকৌশলের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা;

✦ নগর খাত সংশিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদেও সম্মিলন ঘটানো যেখানে কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তা ও রাজনীতিবিদ, এনজিও সংগঠন, কমিউনিটি নেতৃত্ব, শিক্ষাবিদ এবং ব্যক্তিমালিকানাখাত সবার অংশগ্রহণ থাকবে ।

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের যাত্রা

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার লক্ষ্যে সরকার ফোরামের প্রথম আয়োজন ৫-৭ ডিসেম্বর, ২০১১-তে অনুষ্ঠিত করতে যাচ্চে । আরবান ফোরামের সাথে স্টেকহোল্ডারদের সম্পৃক্ততাকে উৎসাহিত করার প্রক্রিয়া বিভিন্ন কর্মসূচি ও অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে ২০১২ সাল জুড়ে অব্যাহত রাখা হবে ।

মূল বিষয়বস্তু: বাংলাদেশের নগরায়নের ভবিষ্যৎ

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ডিসেম্বরের আয়োজনের মূল বিষয় হলো ‘বাংলাদেশের নগরের ভবিষ্যৎ: নগর এবং শহর সবার জন্য সহায়ক কওে তোলা’ বা ‘বাংলাদেশের নগরের ভবিষ্যৎ: সবার জন্য নাগরিকবান্ধব নগর এবং শহর’ । এই বিষয়বস্তুর আলোকে, অংশগ্রহণকারীরা নতুন সব দৃষ্টিভঙ্গি এবং কৌশল সম্পর্কে আলোচনা ও পর্যালোচনা করবে যার মাধ্যমে সকল নগরের জন্র সমন্বিত ও টেকসই উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয় । মূল আলোচনার অন্তর্গত বিষয় হিসেবে আরো তিনটি বিষয়ের ওপরেও এই আয়োজেনে আলোকপাত করা হবে ।

ক. নগর শাসন/পরিচালনা

খ. নগর দারিদ্র

গ. নগরায়ন এবং প্রবৃদ্ধি

মূলনীতি

ডিসেম্বরে আয়োজিতব্য এ অনুষ্ঠান এবং এ লক্ষ্যে সকল প্রস্তুতি তিনটি মূলনীতি অনুসরণ করবে- ১). নগরায়নের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি বিষয়ের ওপর জোর দেয়া, ২.) কার্যকর ও সক্রিয় সরকারি নেতৃত্বসহ ব্যাপক জাতীয় অংশগ্রহণ ও অংশীদারিত্ব, ৩) সফলতা নিশ্চিত করতে 'কি অ্যাক্টরদের' সাথে অংশীদারিত্ব ।

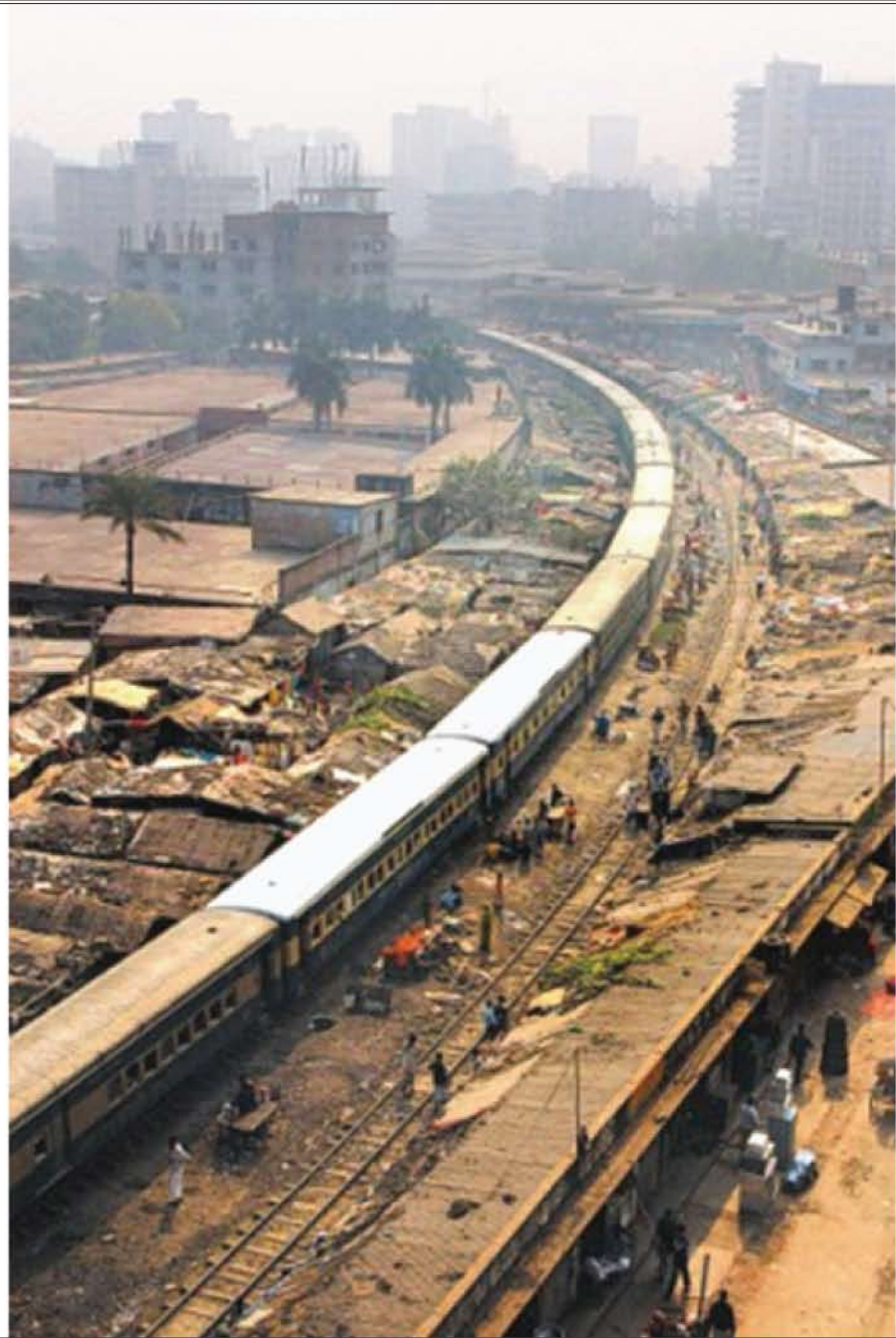

অনুষ্ঠানমালা

আড়াই দিন ব্যাপী (দুই দিন এবং আধাবেলা) চলবে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ডিসেম্বর ২০১১-তে অনুষ্ঠিতব্য এ আয়োজন। মূল বিষয় এবং এর সাথে সম্পর্কিত বিষয়গুলোর প্রতি দৃষ্টি রেখেই সকল কর্মসূচির পরিকল্পনা করা হয়েছে। সবার আগ্রহের কথা বিবেচনায় রেখে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের আয়োজনে সম্মেলন, প্রদর্শনী, নগর দরিদ্রদেও সমাবেশ, প্রতিযোগিতা, সাংস্কৃতিক কর্মসূচি, প্রচারণা এবং গবেষণা ও প্রকাশনার মতো বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

- উচ্চ পর্যায়ে এমডিজি নীতিমালা সংলাপ
- নগর পরিচালনা
- নগরের ভূমিদস্যুতা ও আবাসন
- স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও খাদ্য নিরাপত্তা
- পানি ও পয়:নিষ্কাষণ
- সরেজমিন/শহর দর্শন
- মেয়রদের গোলটেবিল বৈঠক
- শিক্ষা
- নগর আধুনিকায়ন

১ম দিন ৫ ডিসেম্বর	২য় দিন ৬ ডিসেম্বর	৩য় দিন ৭ ডিসেম্বর
পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন সিএসও গোলটেবিল বৈঠক পরিবহণ	নারী ও শিশু তরুণ পরিকল্পনা ও গবেষণা সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য	বাংলাদেশ নগর উন্নয়ন পুনর্গঠন কার্যসূচি ও বিইউএফ এর ভবিষ্যত নগর ঘোষণা ও সমাপনী অনুষ্ঠান
উদ্বোধনী পর্ব ও নগর প্রদর্শনীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন	বাংলাদেশের নগর নীতিমালার পুনর্গঠন	
নগর প্রদর্শনী		
সমাপনী অনুষ্ঠান		
নগরায়ন: উন্নয়নের চালিকাশক্তি	নগর অর্থনীতি নগরের দরিদ্র জনগোষ্ঠি	

কাঠামো

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম ব্যবস্থাপনা কমিটি
ন্যাশনাল স্টিয়ারিং কমিটি
আহ্বায়ক: মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।
সহ-আহ্বায়ক: মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সদস্য: পরবর্তীতে মনোনীত করা হবে।

আয়োজক কমিটি

আহ্বায়ক: মাননীয় সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।
সহ-আহ্বায়ক: মাননীয় সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।
সদস্য: প্রতিনিধিগণ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সিএসওএস, ডিপি, সিবিওস, প্রভৃতি)।
বাংলাদেশ আরবান ফোরাম সচিবালয়

কোর গ্রুপ

ইভেন্ট সাব-কমিটি
ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি

বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আয়োজক কমিটি

আয়োজক কমিটি বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সকল অনুষ্ঠান আয়োজনের (আনুষ্ঠানিক প্রকাশের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানসহ) জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের উপদেষ্টমণ্ডলী যা বাংলাদেশ সরকারের এলজিইডি অফিস আদেশ ৬.০৬৩.০১৪.০১.০০.০১২.২০১১-৯৫৩ স্মারকে এবং ১৮/০৮/২০১১ তারিখে গঠিত।
আহ্বায়ক: মাননীয় সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়।
সহ-আহ্বায়ক: মাননীয় সচিব, গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়।

সদস্য

১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিসিসি
২. যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) এলজিইডি
৩. মহাপরিচালক প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
৪. প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি
৫. প্রধান প্রকৌশলী, ডিপিএইচই
৬. চেয়ারম্যান, রাজউক
৭. চেয়ারম্যান, এনইচএ
৮. কমিশনার, ঢাকা মেট্রোপলিটন অফিস
৯. পরিচালক, আরবান ডেভেলপমেন্ট ডিরেকটোরেট
১০. উপ-সচিব (পৌর), এলজিইডি
১১. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মিউসিসিপ্যাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড
১২. প্রতিনিধি, প্যানিং কমিশন
১৩. প্রতিনিধি, ইকনোমিক রিলেশন ডিপার্টমেন্ট
১৪. অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, প্রখ্যাত নগর গবেষক
১৫. প্রতিনিধি (৩ জন), এলসিজি আরবান সেক্টর
১৬. সভাপতি, মিউনিসিপ্যাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
১৭. সভাপতি, রিহ্যাব
১৮. প্রতিনিধি, এফবিসিসিআই
১৯. সভাপতি, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি
২০. সভাপতি, বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্যানার্স
২১. সভাপতি, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশন অব বাংলাদেশ
২২. সভাপতি, ইনস্টিটিইউট অব আর্কিটেক্টস, বাংলাদেশ
২৩. প্রতিনিধি, বুয়েট
২৪. প্রতিনিধি, নগরগবেষণ কেন্দ্র (সিইউএস), ঢাকা
২৫. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন
২৬. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ পরিবেশ আইনবিদ সমিতি
২৭. প্রতিনিধি, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ
২৮. প্রতিনিধি, কোয়ালিশন ফর দ্য আরবান পুওর
২৯. প্রতিনিধি, নগর দরিদ্র বস্তিবাসীর উন্নয়ন সংস্থা (এনডিবিইউএস)

বাংলাদেশ আরবান ফোরামের ডিসেম্বরের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ

একটি সফল ফোরাম গঠণকল্পে এবং অগ্রযাত্রায় সকল স্টেকহোল্ডারের অংশগ্রহণ এবং প্রতিনিধিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ আরবান ফোরামে অংশগ্রহণ করবে সরকারি প্রতিষ্ঠান, জনপ্রতিনিধি, সিভিল সোসাইটি, ও পেশাজীবি সংস্থা, বস্তিবাসীদেও সংগঠন ও সামাজিক গোষ্ঠীসহ কমিউনিটিভিত্তিক সংগঠন এবং উন্নয়ন অংশীদারগণ। ঢাকার বাইরে থেকেও বিভিন্ন স্বার্থ সংশিষ্ট গোষ্ঠী এবং নারী, প্রতিবন্ধী, সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী ও যুব সম্প্রদায় অংশগ্রহণ করবে।
অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং ব্যক্তিবর্গকে বিইউএফ-এর ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করতে অনুরোধ করা যাচ্ছে। নিবন্ধন বিনামূল্যে করা যাবে কিন্তু অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদেও যাতায়াত এবং থাকার ব্যবস্থা নিজ দায়িত্বে করতে হবে।

সময় এবং সভাস্থল

৫-৭ ডিসেম্বর, ২০১১ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক কনভেনশন সেন্টারে চলবে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের আড়াই দিন ব্যাপী এ অনুষ্ঠানমালা। বাংলা এবং ইংরেজি উভয় মাধ্যমেই ফোরামে আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে।

আয়োজক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় বাংলাদেশ আরবান ফোরাম আয়োজন করছে। আন্তর্জাতিক এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং অন্যান্য আরো নেটওয়ার্ক এই আয়োজনের পৃষ্ঠপোষক এবং কৌশলগত অংশীদার হিসেবে যোগ দেবে।

আনুষ্ঠানিক সহযোগিতা প্রদান এবং যোগাযোগ

বাংলাদেশ আরবান ফোরামে অংশগ্রহণ, এ আয়োজনের প্রস্তুতিপর্বে সহায়তা প্রদান, সহ-আয়োজক হিসেবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন ও প্রদর্শনীতে অংশ নিতে, ফোরামের প্রচারণা চালাতে এবং ফোরামের ফলাফল নিজেদের প্রতিষ্ঠানে অন্তর্ভুক্ত এবং প্রয়োগ করতে আগ্রহী ব্যক্তি, গ্রুপ, প্রতিষ্ঠান এবং নেটওয়ার্কসমূহকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। এই অনুষ্ঠান আয়োজনে বাংলাদেশ আরবান ফোরামের সহযোগী হওয়া বিষয়ে বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে বিইউএফ সচিবালয়ে যোগাযোগ করুন।